প্রচারনা সতর্কতাবানী

বিশ্বের প্রতিক্রিয়া

এখনই সক্রিয় হোন!

সুরুজ মনি মাড্ডি তার মায়ের বাড়ির সামনে তার সন্তানকে নিয়ে খেলছে। সে একজন সাঁওতাল। ফুলবাড়ি কয়লা খনি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তার গ্রাম ও এরকম আরো শতাধিক গ্রাম উচ্ছেদ হয়ে যাবার আশংকা আছে। ছবিটি তুলেছে নাসরিন সিরাজ এ্যানী।

বাংলাদেশ

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে খনি নিষিদ্ধ কর, আদিবাসীদের অধিকার সংক্ষরণ কর

পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ বাংলাদেশের কাছে একটি ব্রিটিশ কোম্পানি পণ্য সামগ্রীর একটি বিল বিক্রি করার চেষ্টা করছে। গোব্বাল কোল ম্যানেজমেন্ট রিসোর্স নামে এই কোম্পানিটি চাইছে বাংলাদেশের ১৪,৫০০ একর উর্বর কৃষি জমি বুলডোজার দিয়ে উৎপাটন করে সেখানে পৃথিবীর সবচাইতে বড় উন্মুক্ত কয়লা খনি প্রতিষ্ঠা করতে। তাদের নিজেদের তথ্য অনুযায়ীই তারা ফুলবাড়ি এলাকা থেকে ৪০,০০০ মানুষকে উচ্ছেদ করবে। এর মধ্যে অন্ততঃ ২,২০০ মানুষ আদিবাসী যাদের ঐ এলাকায় বসবাসের ৫০০০ বছরের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। সরকারের অর্থায়নে করা একটি গবেষণা থেকে জানা যায় এই উন্মুক্ত খনি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে একশরও বেশী গ্রাম থেকে ১৩০,০০০ মানুষ তাৎনিকভাবে উদ্বাস্ত হবে আর জলকুপ ও সেচের খালগুলো শুকিয়ে যাবার কারনে আরও ১০০,০০০ মানুষ পরবর্তীতে তাদের বাস্তভিটা ও কৃষিজমি ছাড়তে বাধ্য হবে। স্বাধীন গবেষক ও জাতীয় আদিবাসী পরিষদের হিসাব অনুযায়ী খনির ফলে বাস্তহারা বা নিঃস্ব হবে ২৩ টি জাতিস্বত্তার কমপক্ষে ৫০,০০০ আদিবাসী।

২০০৫ সাল থেকে বাংলাদেশের অসংখ্য নাগরিক ফুলবাড়ি খনি প্রকল্পের বিরোধীতা করে আসছে। ২০০৬ সালে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচীর উপর বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনী গুলি চালিয়ে ৩ জন শিশু কিশোরকে খুন ও শত শত মানুষকে আহত করলে প্রতিবাদী মানুষ পুরো উত্তরবঙ্গ ৪ দিনের জন্য অচল করে দেয়। যখন সরকার অঙ্গীকার করে যে তারা উন্মুক্ত পদ্ধতিতে খনি হতে দেবে না এবং ব্রিটিশ কোম্পানীটিকে (তখন তার নাম ছিল এশিয়া এনার্জি) দেশ থেকে বের করে দেবে তখনই কেবল সব শান্ত হয়। কিন্তু সরকার তার ওয়াদা রাখেনি; বরং ২০১১ এর জুনের মধ্যে তারা একটি কয়লা নীতি অনুমোদন করবে যার পরপরই গোব্বাল কোল তাদের কার্যক্রম শুরু করবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

জাতীয় আদিবাসী পরিষদ এবং মানবাধিকার ও পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর একটি বৃহত্তর মোর্চা ফুলবাড়িতে পরিবেশ ও মানবিক বিপর্যয় থামাতে আন্তর্জাতিক সহায়তার আর্জি করছে। অনুগ্রহপূর্বক আজই আমাদের চিঠি লেখার কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করুন।

গোবাল কোল প্রস্তাব করছে যে তারা ৩০ বছর ধরে ৫৭২ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করবে। এই কয়লা রয়েছে ফুলবাড়ির ১০০০ ফুট নীচে এবং ১৪,৫০০ একর এলাকা জুড়ে। একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কিছু কয়লা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া বাকি কয়লা রপ্তানী করা হবে। তার জন্য তারা বন্দর ও রেলপথ তৈরী করবে, নদীর গতিপথ ও গভীরতা বদলাবে যেন সংরক্ষিত ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে সমুদ্রগামী বিশাল বিশাল জাহাজ ও বার্জ চলাচল করতে পারে। উলেখ্য, সুন্দরবন ইউনেস্কোর একটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এলাকা। কোম্পানিটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে চাকুরীর, বিদ্যুতের, ৬% রয়্যালটির, ট্যাক্স বাবদ কিছু টাকার এবং প্রকল্প শেষে একটি সুন্দর হ্রদের।

২০১০ এর অক্টোবরে সাত দিন ব্যাপী একটি লং মার্চে হাজারো বাংলাদেশীর সাথে আদিবাসী মানুষেরা মিলিত হয়েছিল। তারা দাবী করেছিল উন্মুক্ত খনি পদ্ধতি বাতিল করতে।
ছবি তুলেছে রবীন্দ্রনাথ সরেণ।

কিসের বিনিময়ে ?

ফুলবাড়ির কৃষি জমি হারানো বাংলাদেশের জন্য একটি বড় ক্ষতি। ফুলবাড়ির জমি উঁচু বলে এখানকার ধান ও অন্যান্য প্রধান প্রধান খাদ্য ফসল দেশের নীচু এলাকার মত প্রতি বছরের বন্যায় ভেসে যায় না। বাংলাদেশের মত একটি দেশ যেখানে প্রায় অর্ধেকের বেশী জনসংখ্যা "পুষ্টি দারিদ্র সীমা"র নীচে বেঁচে আছে তার খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ফুলবাড়ির কৃষি জমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জমি ও ঘর-বাড়ি হারানো হাজারো পরিবারকে কোম্পানিটি সমমানের বা সমপরিমাপের জমি দিতে পারবে না। আসলে সে রকম জমিই দেশটিতে নেই। "উন্নয়নের ফলে বাস্তহারা" নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তারা দেখিয়েছেন যে বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প করতে গিয়ে যে সব পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে নগদ টাকা দিয়ে তাদের কোন উপকরই হয়নি; বরং তারা নিঃস্ব জীবন যাপন করছে।

আদিবাসী নেতারা মনে করেন তাদের ছোট ছোট জনগোষ্ঠীগুলো যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তারা তাদের হাজার বছর ধরে পালন করে আসা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং ভাষা আর টিকিয়ে রাখতে পারবে না । তাদের কাছে খনি মানে জাতিস্বত্তার মৃত্যু। বেশীরভাগ আদিবাসী পরিবারের এক একর বা তারও কম জমি আছে। জীবন ধারনের জন্য তারা বর্গা চাষ, শ্রম বিক্রি, বাঁশ-বেতের ঝুড়ি তৈরী এবং অন্যান্য হস্ত শিল্পের উপর নির্ভরশীল। তাদের সাংস্কৃতিক জীবন আবর্তিত হয় এমন সব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেগুলো কৃষি, ফসল কাটা, পবিত্র গাছ-গাছালী এবং তাদের পূর্বসূরীদের প্রাচীন সমাধির সাথে সম্পর্কিত। বড় বুগচি গ্রামের একজন সাঁওতাল পুরুষ (নিরাপত্তার খাতিরে নাম গোপন করা হল) তার গ্রামের মানুষদের খনি বিরোধী আবেগের কথা ব্যাখ্যা করতে বলেন, "তারা যদি খনি করতে চায়, আমরা এখানেই থাকবো। আমরা যাবো না। আমরা আমাদের জীবন এখানে দেবো। আমরা এখানে সারাজীবন ধরে আছি।"

গোবাল কোলের ফুলবাড়ি খনি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পরিবেশগত বিপর্যয় প্রকল্প এলাকা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। ৩০ বছর ধরে দিন রাত বিরতিহীনভাবে ১০০০ ফুট গভীরতা থেকে পানি নিষ্কাশন করা হবে। ফলে আশে পাশের গ্রামগুলোরও কুয়া ও সেচের খাল পানি শূন্য হয়ে পড়বে। কয়লার ধুলা ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত গ্যাস এর পারদ, আর্সেনিক, সীসা ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ মাটি, পানি ও বাতাস দূষিত করবে। খনি থেকে নির্গত এসিড মাটির নীচের পানিকে শত বছরের জন্য দূষিত করে ফেলবে।

কয়লার বার্জ চলাচলের জন্য নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও নদী খনন করে এর প্রাকৃতিক গতিপ্রকৃতি ও গভীরতা নষ্ট করা হবে। এই বার্জগুলো তখন চলাচল করবে বাংলাদেশের সংরক্ষিত ম্যানগোভ অরণ্য সুন্দবনের মধ্য দিয়ে। কোন ধরনের দুর্ঘটনা বা ট্যাংকার ফুটো হয়ে পানিতে তেল ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা তখন পুরো ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য বাংলাদেশের জন্য একটা দেয়ালও বটে যেটা বড় ধরনের সামুদ্রিক ঝড় থেকে বাংলাদেশকে বাঁচানোর একমাত্র রক্ষাকবচ। সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এলাকা দূর্লভ প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগারেরও নিরাপদ আবাসস্থল।

বাংলাদেশের মত একটি দেশ যেটা সমুদ্রে তলিয়ে যাবার আশংকার মধ্যে রয়েছে তাকে আরও গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমনের দিকে ঠেলে দেয়া কি একটি ব্রিটিশ কোম্পানীর উচিত হচ্ছে? নাসার গোডার্ড স্পেস ইন্সটিটিউটের পরিচালক জেমস হানসেন বলেন কয়লা থেকে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন বন্ধ করতে পারলে "বৈশ্বিক উষ্ণতার ৮০% সংকট কমিয়ে আনা সম্ভব"।

এই বছরের জুনের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার গোবাল কোল প্রকল্পের ভাগ্য নির্ধারনী সিদ্ধান্ত টি নেবে। এই পরিবেশ ও মানবিক বিপর্যয় থামাতে অনুগ্রহ করে আজকেই দেশটির প্রধান মন্ত্রীর কাছে চিঠি, ফ্যাক্স, ই-মেইল পাঠান।

আপনি সাহায্য করতে পারেন

এই প্রচারনার জন্য একটি চিঠি লিখুন

ফুলবাড়িতে উন্মুক্ত কয়লা খনি প্রকল্প বাতিলের ডাক সমর্থন করার জন্য বাংলাদেশের জাতীয় আদিবাসী পরিষদ আমাদের কাছে অনুরোধ করেছে। অনুগ্রহ করে বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের কাছে মার্জিত চিঠি লিখুন।

ফুলবাড়িতে উন্মুক্ত কয়লা খনি প্রকল্প বাতিলের জন্য বাংলাদেশের হাজারো নাগরিকের ডাককে **সমর্থন করুন**।

গোবাল কোল ম্যানেজমেন্ট রিসোর্সের ফুলবাড়ি কয়লা খনি প্রকল্প প্রত্যাখ্যান করার জন্য কর্তা ব্যক্তিদের **অনুরোধ করুন**। কারণ এর ফলে :

- দেশটির খাদ্য নিরাপত্তার জন্য জরুরী কৃষি জমি ধ্বংস হয়ে যাবে
- উচ্ছেদ আশংকায় থাকা পরিবারগুলোর মানবাধিকার লংঘিত হবে
- ৫০০০ বছর পুরোনো আদিবাসী সংস্কৃতি হুমকীর মুখে পড়বে
- আগামী শতাব্দীগুলোর জন্য মাটি, পানি, বাতাস দূষিত হয়ে যাবে
- নদীর প্রাকৃতিক গতি প্রকৃতি নষ্ট হবে
- দেশটিকে সাইক্লোন থেকে বাঁচানোর একমাত্র ম্যানগ্রোভ অরণ্য দেয়াল এবং বিলুপ্ত প্রায় অনেক বন্য প্রাণীর আবাসস্থল সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে
- জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন বাড়বে যার ফলে বাংলাদেশের নিচু এলাকায় বসবাসকারী জনগণের বিপদ আরও ত্বরান্বিত হবে

জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসীদের অধিকারগুলো সমর্থন ও বাস্তবায়ন করতে তাদের **অনুরোধ করুন**।

অনুগ্রহ করে আপনার চিঠি পাঠান নীচের ঠিকানায়:

শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরোনো সংসদ ভবন
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
ইমেইল:info@pmo.gov.bd; pm@pmo.gov.bd; □ □
psltopm@pmo.gov.bd; psecy@pmo.gov.bd
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২৮১১ ৩২৪৪/৩২৪৩/১০১৫/১৪৯০

চিঠির অনুলিপি পাঠান:

এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, সংসদ সদস্য
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রনালয়
ক # ৩০৫, ৩য় তলা, ভবন # ৪
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
ইমেইল: state_minister@mainland.gov.org

Michael Anderson, Director General
Policy and Global Issues
Department for International Development
I Palace Street
London SWIE 5HE United Kingdom
Fax: +020 7023 0019
Email: c/o Liz Whitby, l-whitby@dfid.gov.uk

পরামর্শ:
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে চিঠি পাঠানোর খরচ ৯৮ সেন্ট
চিঠির মডেল দেয়া আছে : www.cs.org
ব্যক্তিগত চিঠির গুরুত্ব বেশী!
আরও তথ্যের জন্য দেখুন:
http://www.accountabilityproject.org
http://www.protectbdresources.org.uk/
http://www.banktrack.org/show/dodgydeals/phulbari_coal_mine

আমাদের প্রচারনায় সাড়া দেবার জন্য ধন্যবাদ!

Cultural Survival
www.culturalsurvival.org

তরুনদের কর্মোদ্যোগ
বিশ্বের প্রতিক্রিয়া

আজকেই একটি চিঠি লিখ

ফুলবাড়ি উন্মুক্ত কয়লা খনি প্রতিষ্ঠা হলে এই সাওতাল নারীটিও তার বসত বাড়ি আর কৃষি জমি হারাবে। ছবি তুলেছে নাসরিন সিরাজ এ্যানী।

বাংলাদেশ

আদিবাসীদের বসতভিটা ও ফসলী জমি ধ্বংস করবেন না!

কালচারাল সারভাইবাল শিশু ও কিশোরদের আদিবাসীদের সম্বন্ধে জানতে উৎসাহিত করে। বিশেষ করে তারা উৎসাহ দেয় যেভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো সংগঠিত হয়ে তাদের অধিকার ও জমি সংরক্ষণ করছে সে বিষয়ে। অনেক সময় সরকার এবং কোম্পানীরা আদিবাসীদের দাবী মানতে না চাইলে আমাদের কাছে তারা চিঠি লেখার সাহায্য চায়।

এই মুহূর্তে একটি ব্রিটিশ কোম্পানী চাইছে এশিয়ার ছোট একটি দেশ বাংলাদেশে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কয়লা খনি প্রতিষ্ঠা করতে। কোম্পানীটি বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি পেলে ১৪,৫০০ একর কৃষি জমি খুঁড়ে কয়লা বের করবে। তার জন্য কোম্পানীটি ১৩০,০০০ মানুষকে তাদের জমি থেকে উৎখাত করবে কিন্তু চাষ-বাসের জন্য তাদেরকে নতুন কোন জমি দেবে না। আদিবাসীরা এই জমিতে প্রায় ৫০০০ বছর ধরে বসবাস করছে। তাদের পূজনীয় তরুবিথী ও পানির ধারা এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কবরস্থানও সেখানেই রয়েছে। আর তারা সে জায়গা ছাড়তেও চায় না। তারা আমাদের কাছে সাহায্য চাইছে যেন তাদের সরকারকে আমরা কয়লা খনির প্রতি "না" আর মানবাধিকারের প্রতি "হ্যা" বলতে রাজী করাই। তুমি কি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আজই একটা চিঠি লিখবে?

তরুনদের কর্মোদ্যোগ

আদিবাসীদের বসতভিটা ও ফসলী জমি ধ্বংস করবেন না!

দয়া করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি মার্জিত চিঠি লেখো। ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত কয়লা খনির প্রকল্পটি বাস্-বায়িত হলে কি তি হবে বলে তুমি মনে করো সেটা তাঁকে জানাও। তাঁকে অনুরোধ করো তিনি যেন ঐ এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার ছোট একটি দেশ আর পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই দেশের প্রায় অর্ধেকরও বেশী মানুষ প্রতিদিন পর্যাপ্ত খাবার খেতে পায় না। এদেশের বেশীরভাগ জমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বেশী উঁচু নয়। ফলে বঙ্গোপসাগরে বড় ধরনের ঘুর্নিঝড় বা সাইক্লোন হলে এই দেশ প্লাবিত হয়ে যায়। চাল এবং অন্যান্য খাদ্য ফসল ফুলবাড়ীর মত দেশটির উত্তর-পশ্চিম এলাকার উঁচু জায়গার কৃষি জমিতে ভাল জন্মে। সাঁওতাল ও মুন্ডার মত আদিবাসীরা ফুলবাড়ীতে ৫০০০ বছর ধরে খাদ্য ফসল ফলাচ্ছে।

গোব্বাল কোল ম্যানেজমেন্ট রিসোর্সেস নামে একটি ব্রিটিশ কোম্পানী দেশটির ১৪,৫০০ একর ফসলী জমি নষ্ট করতে চাইছে আর সেখানকার সব মানুষকে জমি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে কয়লা খনি করতে চাইছে। এর বিনিময়ে তারা মানুষকে টাকা দেবে কিন্তু এমন জমি দেবেনা যেখানে তারা চাষ-বাস করতে পারে, কারণ সে দেশে সে রকম জমিই আর অবশিষ্ট নেই। এই কয়লা খনির কারনে বিলীন হয়ে যাবে এরকম একটি গ্রামের একজন সাঁওতাল মা বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে বলেন, "এখানে খোলামেলা জায়গা আছে। শিশুরা এখানে দৌড়ে বেড়াতে ভালবাসে। আমরা মহিলারা একসাথে জমিতে আর গ্রামে কাজ করি। আমাদের হাঁস-মুরগী আছে যেগুলো আমরা বিক্রি করতে পারি। আমরা এখানে সুখে আছি। তারা যদি আমাদেরকে এখান থেকে তুলে দেয় তাহলে আমরা কিভাবে বাঁচবো? না না। আমরা খনি চাই না।"

যদি কোম্পানীটি সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পায় তাহলে তারা ১৩০,০০০ মানুষকে এলাকা থেকে উৎখাত করবে। তারপর তারা পুরো জায়গাটিকে উন্মুক্ত করে মাটির ১০০০ ফুট গভীর থেকে কয়লা বের করবে। ফলে খনির বিষাক্ত ধূলায় ঐ এলাকা সহ আশোপাশের মাইলের পর মাইল এলাকার বাতাস ও পানি দূষিত হয়ে পড়বে। সবচাইতে বেশী দূষণ ঘটবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঐ কয়লা পোড়ানোর কারনে।

আরেকটি বড় সমস্যা হল অবশিষ্ট কয়লা অন্যান্য দেশে রপ্তানী করাটা। বিশাল বিশাল কয়লা বাহী বার্জ বিরামহীনভাবে যে নদী দিয়ে যাওয়া আসা করবে যেটা সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বনটি বিলুপ্তির আশংকায় আছে এরকম বন্য প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগারেরও আবাসস্থল। দিন রাত ধরে এই বনের মধ্য দিয়ে কয়লা বার্জের চলাফেরায় দূর্ঘটনা ও নদীতে তেল পড়ার মত ঘটনার আশংকা আছে।

তুমি কি সাঁওতাল, মুন্ডা ও অন্যান্য আদিবাসীদের সাহায্য করবে, তাদের সরকারকে ফুলবাড়ী কয়লাখনিকে "না" বলাতে রাজী করাতে?

চিঠি পাঠানোর ঠিকানা :

শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরোনো সংসদ ভবন
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
বাংলাদেশ

চিঠি লেখার সময় দ্রষ্টব্যঃ

চিঠির শুর"তে যে সম্বোধন ব্যবহার করবে:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

খেয়াল রাখবে যেন তোমার চিঠি মার্জিত ও সম্মানজনক হয়।

চিঠির শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তোমার চিঠির উত্তর দিতে অনুরোধ করবে।

চিঠির সাথে তোমার নাম, বয়স এবং ঠিকানা উলেখ করো। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারে!

ইউএস থেকে চিঠি পাঠানোর খরচ: ৯৮ সেন্ট।

"জোহার" (সাঁওতালী ভাষায় ধন্যবাদ)

উপরের ছবিঃ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য বিলুপ্তির আশংকায় থাকা বণ্য প্রানী রয়েল বেঙ্গল টাইগারের অন্যতম শেষ আশ্রয়স'ল যেখানে তারা মুক্তভাবে টিকে আছে। ছবি : ট্যানক্রিড, ফিকার।
বামেঃ কয়লাকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে এরকম একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ছবিঃ ইকোটিস্ট, ফিকার।

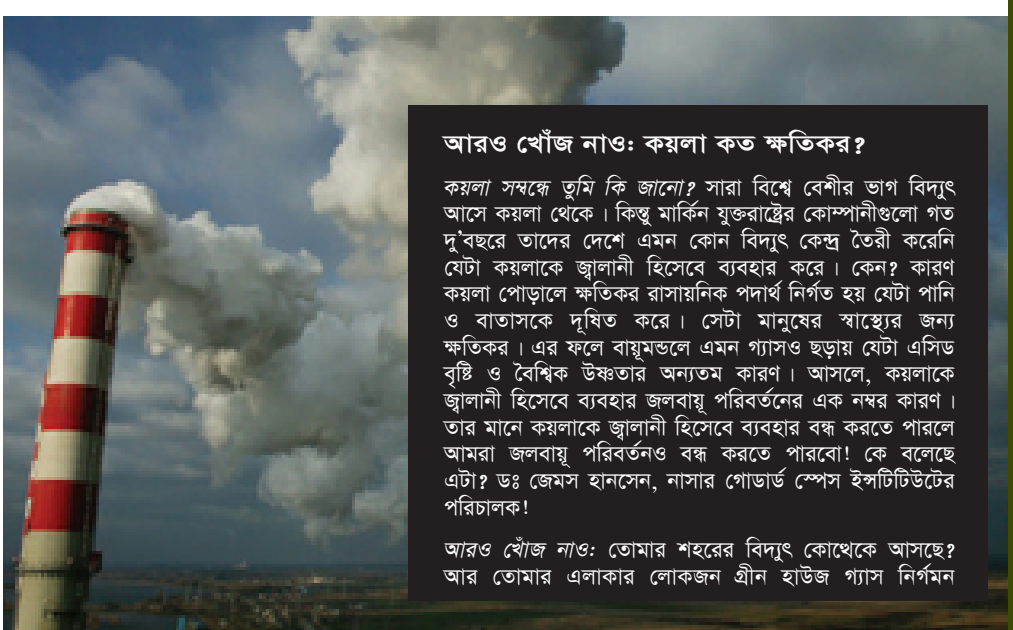

আরও খোঁজ নাওঃ কয়লা কত ক্ষতিকর?

কয়লা সম্বন্ধে তুমি কি জানো? সারা বিশ্বে বেশীর ভাগ বিদ্যুৎ আসে কয়লা থেকে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানীগুলো গত দু'বছরে তাদের দেশে এমন কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী করেনি যেটা কয়লাকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে। কেন? কারণ কয়লা পোড়ালে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয় যেটা পানি ও বাতাসকে দূষিত করে। সেটা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এর ফলে বায়ুমন্ডলে এমন গ্যাসও ছড়ায় যেটা এসিড বৃষ্টি ও বৈশ্বিক উষ্ণতার অন্যতম কারণ। আসলে, কয়লাকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার জলবায়ু পরিবর্তনের এক নম্বর কারণ। তার মানে কয়লাকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করতে পারলে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনও বন্ধ করতে পারবো! কে বলেছে এটা? ডঃ জেমস হানসেন, নাসার গোডার্ড স্পেস ইন্সটিটিউটের পরিচালক!

আরও খোঁজ নাওঃ তোমার শহরের বিদ্যুৎ কোত্থেকে আসছে? আর তোমার এলাকার লোকজন গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন